গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী ,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী ,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,বাংলাদেশ সরকার
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২ – জুন ৩০, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৮

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

নারায়ণগঞ্জ জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ইউনিট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা ইউনিট সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯৪% এবং উন্নত স্যানিটেশন কভারেজ ৯৫.২৭%। বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ১৩০০০ টি পানির উৎস স্থাপন, ৪টি গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ, পল্লী এলাকায় স্বল্প মূল্যে ৪৪৭৪ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, পৌর এলাকায় ৩টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও পল্লী ও পৌর এলাকায় ২৪ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

নদী বহুল জেলা হিসাবে চর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া বিভিন্ন উপজেলায় আর্সেনিক এবং আয়রন এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি উদ্বেগের বিষয়। দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ান, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্থিতিতল দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ায় নলকূপ স্থাপনে নতুন টেকনোলজি প্রয়োগ করতে হচ্ছে এবং পানির উৎস স্থাপনে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে । শুষ্ক মৌসুমে বেশীরভাগ নলকূপই অকেজো থাকে। এ ছাড়া একই জেলায় বিভিন অধিদপ্তরের আওতায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম চলমান থাকায় ও অধিদপ্তর গুলোর মধ্যে সমন্বয় কম থাকায় প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কভারেজের পরিমান সম্পর্কে সঠিক ধারনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি ইউনিয়েনে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২- ২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন – ১০১৪ টি
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন– ০৬ টি
- গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ- ০৩ টি
- পল্লী এলাকায় উচ্চ জলাধার নির্মাণ- ০৩ টি
- পল্লী এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ- ১৫ কিমি
- পল্লী এলাকায় হাউজ কানেকশন প্রদান- ১০৫০ টি
- কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন- ৯০ টি
- পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি শোধানাগার নির্মাণ – ১ টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ- ৭৮ কিমি
- পৌর এলাকায় হাউস কানেকশন প্রদান- ৪০০০ টি
- পরীক্ষাগারে পানির নমুনা পরীক্ষা- ১০১৪ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: